কামাল আতাতুর্কের দেশে

মীরা রায়

মধ্য প্রাচ্যের ভ্রমণ সূচীতে ইস্তানবুল অবশ্য দর্শনীয় স্থান, তুর্কীস্থানের অন্যতম বৃহৎ শহর ইস্তানবুলের স্থান রাজধানী আঙ্কারার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর মধ্যে বর্ত্তমানে একমাত্র তুরস্ক একটি দেশ যেটি ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশকে একত্রে যুক্ত করেছে। এর দক্ষিণ পশ্চিমাংশ ইউরোপের অন্তর্গত তুরস্ক সমুন্নত অঞ্চল। বেশীরভাগই ইউরোপের মধ্যে, মাঝখানে বসফরাস নদী এশিয়া ইউরোপের বিভাজন সীমা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আবার ইউরোপীয় তুরস্কে ইস্তানবুলে Golden Horn নদী দিয়ে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে। দক্ষিণে প্রাচীন ইস্তানবুল এবং উত্তরে গালাটা পর্যন্ত ইস্তানবুলের এক প্রশস্ত অঞ্চল, এবং নতুন ইস্তানবুল যেটি এশীয় অঞ্চলে কিছুটা অবস্থিত বর্ত্তমানে এটি Uskudar নামে পরিচিত। বসফরাস ও Golden Horn নদীদ্বারা বিভক্ত দুই ইস্তানবুল দুই পৃথক সরকার দ্বার পরিচলিত তুরস্ক দুই মহাদেশের মধ্যেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। খৃষ্ট জন্মের একহাজার বছর আগে গ্রীসে Accropolis এ কিছু উপজাতি বসবাস করত, তাদের বংশধররা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রীস ও পারস্য যুদ্ধের সময় খৃষ্ট জন্ম পূর্ব ৪৭৯ সনে গ্রীসের শাসনকর্ত্তা তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চল দখল করেছিল, পরে ১৬৯ খৃষ্টজন্ম পূর্বে রোমান শাসনকর্ত্তা Constantine যুদ্ধ করে তুরস্কের এশীয় অঞ্চল Uskuda সম্পূর্ণ জয় করেন এবং এইখানে ৩৩০ খৃষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের Capital স্থাপন করেন। তখন থেকেই এই অঞ্চলকে Constantinaple নাম দেওয়া হয়েছিল। এই রোমান সম্রাট তাঁর শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমস্ত অঞ্চলটি প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর দুই পুত্রকে পূর্ব ও পশ্চিম তুরস্ক ভাগ করে দিয়েছিলেন। পশ্চিমতুরস্কে ক্রমশঃ রোমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তাদের-ই বংশধর পরে তুরস্কের শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন। মোস্তাফা কামাল আতাতুর্ক উনিশ শতকের শেষে নয়াতুরস্কের ভাগ্যবিধাতা হয়ে আবির্ভূত হলেন। এই ব্যক্তিটি তুরস্কবাসীর কাছে ভগবানতুল্য। প্রাচীন তুরস্কের ওপর দিয়ে বহুবার ইউরোপীয় জাতিবর্গের আক্রমণের ঝড় বয়ে গিয়েছিল সেই প্রাচীন ও নবীন তুরস্ককে নিয়ে আধুনিক তুরস্ককে গড়ে তুলেছিলেন কামাল আতাতুর্ক। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেখানে প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্র চালু করে নিজ রাষ্ট্রের হাল ধরেন, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে চালু হয় প্রজাতন্ত্র। এটি মুসলিম প্রধান দেশ হলেও সর্বধর্ম মানুষের প্রাধান্য আছে। মধ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনস্থল এই ইস্তানবুলে অগাধ ঐশ্বর্যের স্বাক্ষর আছে, তারই আকর্ষণে আমাদের মত বহু পর্যটক এসেশে এসে ভীড় করেন।

একদিন গ্রীস থেকে বায়ুযানে উড়ে এসে আমরা ইস্তানবুলের আতাতুর্ক বিমানবন্দরে এসে নামলাম। এথেন্স থেকে এখানে আসতে সময় লাগল আড়াই ঘন্টা। বিমান বন্দরে গাড়ী অপেক্ষা করছিল সেই গাড়ী আমাদের হোটেল Maddison এ পৌঁছে দিল। যে রাজপথ দিয়ে আমরা এলাম, মাখনের মতন মসৃন, পরিস্কার, সুশৃঙ্খলাবদ্ধ পথচারী। সকাল ৮টায় হোটেলে প্রাতঃরাশ সেরে ইস্তানবুল শহরটি দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। বড় রাস্তাটি চৌরাস্তায় যেখানে গিয়ে মিশেছে তার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল নীল গম্বুজ মাথায় নিয়ে বিখ্যাত Blue Mosque বা নীল মসজিদ। এটি মধ্যযুগে তৎকালীন সুলতান আহমেদ সমস্ত মুসলিম মক্কাতীর্থ যাত্রীদের যাবার পূর্বে একটি প্রার্থনা গৃহ হিসাবে তৈরী করেছিলেন। সবুজ নীল টালি দিয়ে সমস্ত ডোমটি ও দেওয়ালগুলি ঢাকা, এজন্য নাম Blue Mosque। চারপাশে ছয়টি দীর্ঘ পাথরের স্তম্ভ, আশেপাশে ছড়ানো বিস্তৃত উদ্যান। বিশাল প্রার্থনা কক্ষ। অসংখ্য সূক্ষ কারুকার্য খচিত রঙীনকাঁচ দেওয়া জানালা, ডোমের মধ্যে আলো জ্বললে সেগুলি ঝলমলিয়ে ওঠে। হলের মধ্যে অনেকগুলো খিলান চারটি মোট স্তম্ভের ওপর খিলানগুলো দাঁড়িয়ে—। তাদের গায়ে কোরানের বাণী খোদিত। হলে ডানদিকে দেড়তলায় Mezzanine Floor এ আব্রুশীল মহিলাদের বসবার এবং হলের শেষ প্রান্তে একটু উঁচু বেদীর ওপর Sermon Chair ধর্মযাজকদের বসবার বিশেষ চেয়ার। হলের বাইরে রক্ষিত সুলতান আমেদের করবস্থানও খুব সুসজ্জিত, তার কাছেই একটি মাদ্রাসাও রয়েছে কোরাণ পড়ানো হয়।

মসজিদ শহর ইস্তানবুলকে শুধু মুসলিম ধর্মস্থান হিসাবেই দেখলে হবে না। এখানে তুর্কী রাজত্বের আগে খৃষ্টধর্ম ও Byzantine রাজত্বের নিদর্শন দেখা যায়। Haghia Sophia মিউজিয়ামটি পূর্বে Sophia নামে একটি খৃষ্টিয় গীর্জা ছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রনায়ক কামাল আতাতুর্ক এটিকে ধর্মীয় বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে জাতীয় সংগ্রহশালায় পরিবর্তিত করেন। পৃথিবীর বৃহত্তম সংগ্রহ শালাগুলির মধ্যে এটি একটি অন্যতম মিউজিয়াম। এর মধ্যে রয়েছে একটি প্রশস্ত হলঘর, চতুর্দিকে বাতিদানের আলোয় উদভাসিত। হলে ঢোকবার পাঁচটি প্রবেশ পথে ব্রোঞ্জের দরজাগুলি নানা কারুকার্যে সুশোভিত। মাথার ওপর ডোমটি সোনালি কারুকার্য মন্ডিত। কারুকার্য করতে ১০০ কেজি সোনা লেগেছে। দুইপাশে অনেকগুলি সরুসরু স্তম্ভ ও খিলানের ওপর দোতলার বারান্দায় বড় বড় গোল চাকতি, তাতে মুসলিম ধর্মের কিছু লেখা। ডানদিকে প্রবেশপথের পাশেই মোজাইক টালি দিয়ে মেরী মাতার মূর্ত্তি আঁকা; কোলে শিশুপুত্র যীশুকে তিনি ধারণ করে আছেন। তার ড়ান ধারে Hogia Sophia মূর্ত্তি দন্ডায়মান। মূল প্রার্থনাস্থলের অপর দিকে মোজাইক করা টালির সাহায্যে প্রভু যীশুর মূর্ত্তি আঁকা। তিনি তাঁর ডানহাত তুলে অভয় বাণী জানাচ্ছেন। বামহাতে একটি বই ধরা আছে সেখানে গ্রীক ভাষায় লেখা–"Peace be with you" I am the light of the World" এই মিউজিয়ামটির মত মুসলীমি ও খৃষ্টধর্মের এমন সহাবস্থান আর কোথাও বিশেষ নজরে পড়েনা। প্রেসিডেন্ট আতাতুর্ক খুব বুদ্ধিবলে খৃষ্টীয় গীর্জা ও মুসলিম মসজিদগুলিকে মিউজিয়ামে পরিণত করে সর্বধর্ম সমন্বয়ের পরিচয় রেখে গেছেন, এই সৌধটিরও চারিদিকে সুসজ্জিত উদ্যান রয়েছে। ইস্তানবুলের গীর্জায় Chova Church এই রকমের একটি মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে– এর অভ্যন্তরে প্রভু যীশুর জীবন কাহিনী ছবির

মাধ্যমে তুলে ধরা আছে। এখানকার এই স্মৃতি সৌধগুলি গীর্জা বা মসজিদের আকারে গঠিত নয় এদের গঠনশৈলীতে বেশ অভিনবত্ব আছে। এদের নির্মাণ কাজ কাল ধর্মের বিতর্কের ঊর্ধে, ঐতিহাসিক মূল্যের গুরুত্বই এখানে বেশী।

ইস্তানবুলের প্রধান দর্শনীয় স্থান Koptaki Palace। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদরাশি যেন এই Palace এ উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। সাতলক্ষ স্কোয়ার মিটার জায়গা জুড়ে এই Palace যেন এক পৃথক উপনগরী। ২৩টি প্যাভেলিয়ানে বিভক্ত এই উপনগরীকে পর্যটনের সুবিধার জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। Topkapy তুর্কি শব্দের অর্থ Compound of Palace। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান ২য় মহম্মদ এই উপনগরীর সৃষ্টি করেন। এই Palace টি দীর্ঘ প্রাচীরবেষ্টিত অপর দিকে Golden Horn সমুদ্র তার গা ঘেঁষে দিগন্তে বিলীন হয়েছে। Palace -এর বহির্মুখী বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় বহু নীচে সমুদ্রের তটভূমি ও নীলজলের লীলাখেলা। মূল প্রবেশ পথ দুটি উঁচু টাওয়ারের ওপর গোলাকৃতি খিলান বাগানের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে Pavillionগুলি পড়ে। কোনটি সুলতানের থাকবার বাড়ী, কোনটি হারেম বা অন্দর মহল, কোষাগার, রত্নভান্ডার বস্ত্রাগার, অস্ত্রাগার, বিচারালয়, রাজন্যবর্গের অভ্যর্থনা মহল, রন্ধন মহল, অতিথিমহল, প্রার্থনাস্থল, বিনামূল্যে রোগী পরিবেষা গৃহ—ইসলামধর্মের প্রত্নতাত্বিক সংগ্রহশালা সেখানে ধর্মগুরু মহম্মদের মাথার চুল দাঁতের অংশ মক্কার কবরের মৃত্তিকা প্রভৃতি রাখা আছে। বাগদাদ এর সংরক্ষণশালা, জীবনযাপনের সমস্ত উপকরণই এই প্যাভেলিয়ান গুলিতে আছে। দু-একদিনে এই বিশাল চত্বরটি দেখা সম্ভব নয় এবং সুলতানদের নিজস্ব আবাসগৃহগুলি সাধারণ ধর্সকদের কাছে নিষিদ্ধ স্থান। রধনশালায় রয়েছে রান্নার বাসন। রূপার পাত্রে সোনার কাজ, চীনা কাঁচের সোনার কাজের পানপাত্র, চা-এর পাত্র, বস্ত্রাগারে সুলতান বেগমদের চাপকান ঘাগরায় মণি মুক্তা বসানোর চাকচিক্য, পা-এর নাগরায় রত্নের সমারোহ, অস্ত্রাগারে বিবিধ অস্ত্রের ওপরেও হীরাপান্নার ছড়াছড়ি। রত্নগুলো যেন এখানে মাটির নূড়ির মত সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। আসবাব গৃহ বসবাস কেদারাগুলোয় অপূর্ব মীনার কাজ, জরিতে সোনার সুতার কাজ পালঙ্কগুলোও অনুরূপভাবে অলঙ্কৃত। নাদির শাহ ভারতবর্ষ থেকে যে খচিত সিংহাসনটি লুন্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিলেন সেটিও সংগ্রহ শালায় রক্ষিত আছে। মতান্তরে এইটিই বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন, কিন্তু এর পায়াগুলিতে ময়ূরলাগানো নজরে পড়লনা।

এরপর আমরা সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত প্রায় অন্ধকার কোষাগার ও রত্নাগারে প্রবেশ করলাম। দেওয়ালের গায়ে গাঁথা আলমারীগুলিতে সেসব ঐশর্য্য দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল, ঘরগুলো অন্ধকার হলেও বুলেটপ্রুফ কাঁচে ঘেরা আলমারীগুলোর মধ্যে উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা ছিল। বেগমের বস্তর সজ্জায় আগাগোড়া মণিমুক্তার কাজ সুলতানের চাপকানে। মাথার উষ্ণীষে। কোমর বন্ধনে সবত্রই দুর্মূল্য রত্নখচিত সজ্জা এমনকি পায়ের নাগরাতেও মুক্তার সাজা অলঙ্কার বিভাগে আরও চোখ ঝলসানো সম্ভার রয়েছে। বেগমদের কানের মুক্তার গহনা এক একটির ওজন ১০০ গ্রামের সিঙ্গল মুক্তা কানেপরনে সেটি কাঁধ বেয়ে নেমে আসবে গলার মালায় যে বড় হীরা পান্নার লকেট আছে এবং সুলতানের উষ্ণীষে যে হীরাপান্নার লকেট আছে তাদের ওজন যথাক্রমে ৮৬ ক্যারেট ও ৩২৬০ গ্রাম। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরা পান্নার সংগ্রহ এখানে আছে। বেগমের লকেটের হীরাটি একটি বড় আলুর মত তার চারধারে ৫০টি মটরশুটির দানার সাইজে ছোট ছোট হীরকখন্ড দিয়ে লকেটটি তৈরী হয়েছে যার নাম spoon Makers Diamond। এই অতুলনীয় হীরাপান্নার সম্পদ পৃথিবীর কোথাও দেখা যায়না। একটি নেপোলিয়ানের মা সুলতানের বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রয় করেছিলেন। তিনি আবার তাঁর ছেলের মুক্তি মূল্য হিসাবে একটি ইরাণের শাহরে কাছে বিক্রী করেন, শাহ এটি তাঁর মাথার উষ্ণীষে ধারণ করে থাকতেন। পরে তা আবার হাত বদল হয়ে ইস্তানবুলের সংগ্রহশালায় এসে স্থানলাভ করে। অনেক ঐতিহাসিক বিপ্লব কাহিনী এই সম্পদের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত আছে। ঘরের কোণে দুপাশে দুটি স্বর্ণ মন্ডিত আলোর ঝাড়। ৬৬৬৬টি আলোর বাতিদানে একসঙ্গে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা আছে। ৯৯০ কেজি সোনা দিয়ে এই আলো ঝাড় তৈরী। সমস্ত আলোগুলো একসঙ্গে জ্বললে ঘরে যে কি দ্যুতি খেলে তা সহজেই অনুমেয়। আর একটি ২৫০ কেজি ওজনের সোনার দেশলাই এর বাক্স, কোরাণের বই এর মলাটে সোনার কাজ, সোনার আতরদানি, স্নানের সুরভি রাখার সোনার পাত্র, বই কাঁচের জার তাতে সোনার সূতার কাজ, তরোয়ালের রত্নখচিত খাপ। সোনার তসবির দানি, সর্বত্র স্বর্ণ বলয়ে বন্দী ইস্তানবুলে যেন আগামী মুক্তিকামী ভবিষ্যতের কাছে অগ্রগতির কামনায় মুক্তি চাইছে। চারটি অন্ধকার ঘরে ঐ রকম কাঁচের আলমারীতে চোখ ঝলসানো বিবিধ রত্নখচিত উপাদানগুলো দেখে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখনও আমাদের আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে সেই হীরাজহরৎগুলি যেন জ্বলজ্বল করতে লাগল।

এই রত্নভান্ডার থেকে বেরিয়ে বেগমদের হারেম দেখতে বেগম মহলে গেলাম। প্রথমেই পড়ল Carriage Gate। সেটি অতিক্রম করে প্রহরীবেষ্টিত উদ্যান চত্বরে, এখানে বেগমরা অবসর বিনোদন করতেন। সুলতানের মা-এর আবাস গৃহটির সৌন্দর্যের নক্সায় অভিনবত্ব আছে। তাঁর স্নান ও প্রসাধন কক্ষটিও এই পর্যায়ে পড়ে। গোলাপজলের ফোয়ারা দিয়ে স্নানপর্ব হোত। রন্ধন ও আহার ঘরের সাজসজ্জা বিলাস বহুল। সোনাদানা মণিমুক্তা যেন শিশুর খেলনা সামগ্রীর মত ছড়ানো রয়েছে। এক একটি প্যাভেলিয়ন রূপ বৈচিত্র্যে অনন্যা। উঠানের মাঝখানে রয়েছে চিকিৎসাময় গৃহ, এক সময়ে এখানে দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হোত। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সরু সরু বারান্দা থেকে সমুদ্রের দৃশ্য অত্যন্ত উপভোগ্য। Topkapi Palace -এর প্রধান প্রবেশ দ্বার ছাড়াও আরও চারটি গেট চারিদিকে আছে, এইরকম দক্ষিণ দিকের একটি গেট দিয়ে বার হয়ে আমরা ইস্তানবুলের প্রাচীন শহর ও বাজার এলাকায় গিয়ে পড়লাম। সরু সরু পাথর বাঁধানো গলিপথের দুধারে বাজার দোকান বসেছে। আমাদের দেশের কাশী বিশ্বনাথের গলির কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানকার বিখ্যাত আতর, সুগন্ধী সাজবার উপকরণ,

গোলাপ সুবাস, ধূপ এসব দোকানদারবৃন্দ আমাদের ডেকে বিনামূল্যে ছোট আতরের শিশি উপহার দিলেন। এখানকার ইজিপসিয়ান বাজার বিখ্যাত। সমস্ত বাজারের ওপর কাঁচের গোলাকৃতি ডোম দিয়ে আবৃত। ভূমধ্য সাগরীয় ফসল খেজুর, বাদাম, পেস্তা, মেওয়ার ছড়াছড়ি এইসব পণ্য এখানকার অর্থনীতিকে পরিচালিত করে। এছাড়া চামড়ার দ্রব্য। বাজার দোকান পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ইস্তানবুলের অর্থনৈতিক ঐশ্বর্যের আর একটি রূপ আমাদের নজরে এল।

যে প্রাচীরটি ইস্তানবুলকে ঘিরে রেখেছে তার একটি অংশ ৯ কিলোমিটার জুড়ে মারমারা সমুদ্রের ধার বরাবর গিয়েছে। আর একটি অংশ ৫ কিলোমিটার জুড়ে Golden Horne -সমুদ্রের পাশ দিয়ে গিয়েছে। এই আংশিক সমুদ্রটি বসফরাসের মূল অংশ থেকে বার হয়ে শাখা আকারে ১১কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে ৮০০ মিটার প্রস্থে ঠিক শিঙের আকারে বাঁকাভাবে স্থলভূমির দিকে এগিয়ে গেছে। পড়ন্ত রৌদ্রের আলোয় এর জলে সোনালী রং এর আভা ছড়িয়ে পড়ে তাই এর নাম সম্ভবতঃ নাম Golden Horne, এই উপসমুদ্র পথটি ইউরোপীয় ইস্তানবুলকে দ্বিখন্ডিত্ব করেছে উত্তরে আছে নতুন গড়ে ওঠা শহর, দক্ষিণ অঞ্চলে পড়েছে প্রাচীন ইতিহাস সমৃদ্ধ ইস্তানবুল।

ইতিহাস মুখর শহরাঞ্চল দেখে, এবারে নূতনের সন্ধানে অগ্রসর হলাম। Golden Horne ব্রীজটা অতিক্রম করে নতুন শহরে যাবার পথ। এই জলপথের ওপর আরও দুটি সেতু আছে। একটি গালটা ব্রীজ অপরটির নাম আতাতুর্ক ব্রীজ। নতুন ইস্তানবুল থেকে গালটা ব্রীজ পার হয়ে আমরা বসফরাসের বুকে জলপথে ভ্রমণে স্টীমার লঞ্চে যাত্রা করলাম। এই জলপথ ভ্রমণে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর এক তীরে এশীয়া তুরস্ক অপর তীরে দ্বিখন্ডিত ইউরোপীয় তুরস্করে এক যাত্রায় দেখতে পাওয়া যায়। যাত্রাপথ দক্ষিণ থেকে উত্তরে ২৫ কিলোমিটার বসফরাস সেতু পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরতি পথে আসতে হবে। প্রথমে পশ্চিম উপকূলে নূতন ইস্তানবুলে আধুনিক গঠন শৈলীতে নির্মিত Dolmabache Place নজরে এল। সুলতান আবদুল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন, শ্বেতমর্মরে প্রায় এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে তৈরী এই Palace টি যেন বসফরাস নদীগর্ভ থেকে উঠে এসেছে— দরবার হল, হারেম মহল, অভ্যর্থনা গৃহ খাবার মহল সঙ্গীত মহল অতিথি শালা প্রভৃতি সুলতানী কায়দার সমস্ত আড়ম্বরই এখানে রয়েছে। এই সৌধটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম এককালে Turkish Parliament এইখানে ছিল। একদা এই সৌধে বসবাস করে গেছেন নেপোলিয়নের স্ত্রী সাম্রাজ্ঞী Eugenie অস্ট্রেলিয়ান সম্রাট ফ্রাঞ্জ যোশেফ জার্মাণ সম্রাট দ্বিতীয় ইউলহেলম, বৃটিশ রাজ সপ্তম এডোয়ার্ড। পারস্যের শাহ রেজাপল্লভী। আফগানিস্থানের রাজা এমানুল্লা। প্রেসিডেন্ট কামাল আতাতুর্ক এই সৌধে থাকাকালীন ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এখানে দেহত্যাগ করেন। পাঁচ মিলিয়ন স্বর্ণ করেন দিয়ে তৈরী এই সৌধের গর্বোদ্ধত উন্নত শীর্ষদেশ বর্ত্তমান কালের এক প্রশ্নের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। Topkapi Palace এ রাখা ধূলিপড়া ঘরে কাঁচের ঘরে বন্দী থাকা অমূল্যসম্পদ আধুনিক অগ্রগতির চোখের আড়ালে অতীতের ভারে স্থাণু ইস্তানবুলের কালের যাত্রাপথে ওদেরও সার্থকতা আছে সেটা জানাবার সময় এসেছে। নতুন তুর্কীস্থান এই বোধায়ন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বর্ত্তমান শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে পুরাশিল্প সম্ভারের সম ও সহউন্নয়ন ঘটানো উন্নতি শীল জাতির সম্যক পরিচয়, সুখে বিষয় তুর্কীস্থানে এই চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। এই সৌধের অপর দিকে এক সুউচ্চ ঘড়ীঘরের টাওয়ার দণ্ডায়মান। ইউরোপীয় স্থাপত্য গঠনে এটি বিশেষ দর্শনীয়। মনেহয় যেন এরই দুটোহাত দিয়ে সে বিপরীত সৌধের অহমিকাকে বর্ত্তমানকালের প্রশ্নের প্রতি সতর্ক করে দিচ্ছে। বলা বাহুল্য, বসফরাস জলপথ ভ্রমণে দুইতীরবর্ত্তী যে ঐতিহাসিক সৌধগুলি দেখতে দেখতে যাওয়া হল, তার অনেকগুলি পর্যটকদের কাছে রুদ্ধদ্বার, তাই তীরে নেমে পৃথকভাবে সেগুলি সব দেখা সম্ভব হয়নি। এশীয়া তীরের ইস্তানবুলে Beylrbeyi Place অনেকটা দেখতে Beylrbeyi Place এর মত জমজমাট দৃশ্যবহুল এসব সৌধগুলি ইউরোপীয় শিল্পের স্বাক্ষর বহন করছে।

ইউরোপীয় ইস্তানবুলের যেখানে এই উপসমুদ্র সম বসফরাস নদীটি দুই মহাদেশের তীরকে সর্বপেক্ষা নিকটবর্ত্তী স্থানে সংযুক্ত করেছে সেখানে পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত এক অভিনব দূর্গ Rumcli Hisari দুইতীরকে রক্ষা করবার প্রহরী কাজে যেন নিযুক্ত রয়েছে, অনুরূপভাবে এশীয় তীরবর্ত্তী স্থানেও একটি ছোট দুর্গ তৈরী হয়েছে। দুইতীরের সংযোগকারী বসফরাস সেতুটি পর্যন্ত গিয়ে এবার ফেরবার পালা সমস্ত জলপথ পরিক্রমা করা একদিনে সম্ভব নয়, পর্যটকদের দৃষ্টির অগোচরে অনেক কিছু ফেলে রেখে আসতে হয়। পশ্চিম উপকূলের তীর ঘেঁষে আমাদের স্টীমারলঞ্চ এগিয়ে চলেছে ইউরোপীয় ইস্তানবুলের বন্দর গালটা সেতুর পাশে— পড়ন্ত সূর্যের কারিগরিতায় আকাশের গায়ে নানা রঙের আলোর ছটা, তারই পশ্চাদপটে পৃথিবীর বুক থেকে জেগে জেগে উঠেছে নানা মসজিদ মিনারের ছোট বড় চূড়াগুলি, বসফরাস এর স্টিমার লঞ্চ থেকে পশ্চিম ইস্তানবুলের এইসব তীরবর্ত্তী সৌধদৃশ্যগুলি যেন এক মহান শিল্পীর সৃষ্ট চিত্রপট।

ইস্তানবুলকে নীচে রেখে আমাদের প্লেন যখন আকাশপথে পাড়ি দিল আরবের আস্মান বন্দরের উদ্দেশ্যে, নীচে ঐশ্বর্যময়ী ইস্তানবুলকে একবার দেখে নিলাম— ভোগের ঐশ্বর্যের বাসর সাজিয়ে যে যেন অনাগত ভবিষ্যতের জন্য অভিসার যামিনী যাপন করেছে, আতাতুর্কের স্বপ্নকে সেলাম জানালাম।

Oriental Publishing LTD, ISTANBUL, থেকে প্রকাশিত ইস্তানবুল লেখকের Turin Can এর গ্রন্থ ''Gate to the Orient ISTAN BUL'' থেকে ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহিত।